MAR 1 0 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...৮......

বাংলা বানান এবং উচ্চারণ প্রসঙ্গে

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ভোরের কাগজ-এর চিঠি কলামে ঢাকার জনাব নাসির আহমেদ শিরোনাম বিষয়ে যে মতামত দিয়েছেন তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। জনাব আহমেদ তার মত প্রদানের ক্ষেত্রে ইংরেজি বানানের সঙ্গে মিল রেখে বাংলা বানানের উদাহরণ দেখিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি 'ভোরের' শব্দটিকে ইংরেজি 'VORER'-এর সঙ্গে মিলিয়ে V=ভ/ O=ো/ R=র/ E=ে/ R =র বা 'ভোরেরে' বানানে দেখিয়েছেন। কিন্তু জনাব আহমেদ যে রীতির কথা বলেছেন সে অনুসারে VORER বানানটি 'ভোরেরে' না হয়ে সম্ভবত 'ভওরএর' হওয়ার কথা। কারণ ইংরেজি Vowel-গুলি (a e i o u)-কে Consonant এর সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেমন ভিন্ন কোনো রূপে ব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই, তেমনি ঐ রীতিতে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে আ=া, ই=ি, ঈ=ী, উ=ু ইত্যাদি রূপ ব্যবহারেরও কোনো অবকাশ নেই।

২. ভাষার ক্ষেত্রে বানানের সহজায়ন একটি প্রত্যাশিত প্রক্রিয়া, কিন্তু এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ভাষা যেন আরো কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধারণ না করে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা বিধেয়। জনাব আহমেদ যেমন বলেছেন যে যদি প্রথম থেকে আমরা কাগজকে কলম আর কলমকে কাগজ বলতাম, তবে সেভাবেই নামগুলোর প্রচলন থাকতো। এক্ষেত্রে তার কথার সূত্র ধরেই বলা যায় যে 'ভোরের' বানানটি যেহেতু প্রথম থেকেই 'ভোরের' আকারে ব্যবহৃত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এখন সেটিকে 'ভোরেরে' হিসেবে লিখতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে কি?

৩. কোনো ভাষার বানান, উচ্চারণ বা বাক্যগঠনরীতিই সম্ভবত Grammer-এর চুলচেরা অনুসরণ করে না। ইংরেজিতে Vision-এর 'শন' লিখা হয় Sion দিয়ে। কিন্তু Caution-এর 'শন' লিখা হয় Tion দিয়ে যদিও উভয়ে একই উচ্চারণবিশিষ্ট। যদি বলা হয় Dull যদি ডার্ল উচ্চারিত হয়। তাহলে Bull কেন 'বুল' উচ্চারিত হলো- তবে তার Grammer সম্মত কোনো জবাব দেওয়া যায় বলে মনে হয় না। অর্থ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও কোনো কোনো শব্দ বা শব্দসমষ্টি সবসময় Grammer-এর দাড়ি-কমা পুরোপুরি মেনে চলে না। যেমন 'অপ' উপসর্গটির ব্যবহারে অপ (মান), অপ (সংস্কৃতি), অপ (প্রয়োগ) ইত্যাদি শব্দগুলো তাদের সাধারণ অর্থের বিপরীত রূপ লাভ করে, কিন্তু একই উপসর্গ ব্যবহারে যদি আমরা অপ (রূপ) শব্দটি লিখি, তবে তা রূপের সাধারণ পর্যায়কে অতিক্রম করে তাকে এক বিশেষ পর্যায়ে নিয়ে যায়। তেমনি 'অ' ব্যবহারে 'মানুষ' হয় অমানুষ। ধর্ম হয় অধর্ম, সুর হয়ে যায় অসুর। কিন্তু যদি আমি 'অমূল্য' কথাটি বলি। তবে কি তার অর্থ 'মূল্যহীন' হয়? না, তা হয় না, বরং 'মূল্য' তার সাধারণ মান অতিক্রম করে বিশেষ মানে উন্নীত হয়।

৪. জনাব আহমেদ বলেছেন আমাদের সন্তানেরা যদি জিজ্ঞেস করে 'ভোরের' বানান লিখতে প্রথমে 'ভ' না হয়ে 'ে' (এ-কার) হলো কেন- তবে আমরা কি জবাব দেবো। সেক্ষেত্রে সম্ভবত উপরের Grammer না-মানা Grammer-এর উদারহরণ টেনে বলা যেতে পারে যে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে 'ো' (ও-কার) এর ব্যবহার ব্যঞ্জনবর্ণ (অনুসঙ্গী)টির দুপাশে (ভো) হয়ে থাকে। এ জাতীয় বা ভিন্ন রূপ কোনো উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শিশুরা হয়তো পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হতে পারে, তবে তার জন্য তথা ো (ও-কার)-এর স্থান ত্যাগের দাবিতে তারা রাজনীতিবিদদের মতো নিশ্চয়ই ভাঙচুরপন্থী হবে না মনে আশা করা যায়।

৫. বাংলা বানানের সহজায়নের লক্ষ্যে সহজ করে কিছু পদক্ষেপের কথা ভাবা যেতে পারে হয়তো। যেমন ই-কার (ি) এবং ঈ-কার (ী) ব্যবহারের ক্ষেত্রে অর্থের পার্থক্য নেই, এমন সকল ক্ষেত্রে কেবল ই-কারই (ি) ব্যবহার করা যায় (যেমন কর্মী-কর্মি, নীল= নিল, প্রার্থী=প্রার্থি ইত্যাদি)।

কারণ 'ি' 'ী'-এর চেয়ে তাড়াতাড়ি লিখা যায়। আবার 'ং' এবং 'ঙ'-এর ক্ষেত্রে কেবল মাত্র 'ং'-ই ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন বাঙলা-বাংলা, লঙ্ঘন-লংঘন ইত্যাদি। বিস্তারিত সুপারিশের জন্য এ বিষয়ে পর্যালোচনা-বোর্ড গঠন করা যেতে পারে এবং একাডেমিক আলোচনারও আয়োজন করা যেতে পারে।

পরিশেষে ২ নং অনুচ্ছেদের পুনরাবৃত্তি করে বলা যায়- ভাষার সহজায়ন একটি প্রত্যাশিত বিষয়, তবে ভুল কোনো Dose-এর আকস্মিক প্রতিক্রিয়ায় সামান্য সর্দি-জ্বরের রোগীর টাইফয়েডের রোগীতে পরিণত হওয়ার মতো আমাদের ভাষাও যেন ভুল কোনো সংশোধন প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়ায় কোনো গভীরতর সমস্যার সম্মুখীন না হয়- সেদিকে আমাদের সকলেরই বিশেষ খেয়াল রাখা উচিত।

আশীষ কুমার সরকার
নবাবগঞ্জ, ঢাকা।